



97216 - হারাম মাসসমূহে শিকার করা কি হারাম?

প্রশ্ন

হারাম মাসসমূহে শিকার করা কি হারাম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হারাম মাসগুলো হচ্ছে- রজব, যলিক্বদ, যলিহজ্জ ও মহররম। আয়াতে কারীমাতে এ মাসগুলোকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। (আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে) “নিশ্চয় আল্লাহর নিকট, লওহে মাহফুজে (বছরে) মাসের সংখ্যা বারতআসমানসমূহ ও পৃথিবীসৃষ্টির দিনি থেকে। তন্মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানতি)। এটাই সরল বধিান। সুতরাং এ মাসগুলোতে তোমরা নজিদেরে প্রতিজ্ঞা করো না।” [সূরা তওবা, আয়াত: ৩৬] এ মাসগুলোতে শিকার করতে কোন বাধা নেই। তবে শিকারের নিষিদ্ধতা দুইটি বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত: এক:

হজ্জ বা উমরার ইহরাম বাঁধা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেন (ভাবানুবাদ হচ্ছে): “হে ঈমানদারগণ ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত শিকার করে, তাকে এর সমতুল্য এক পশু বদলা দিতে হবে। এর ফয়সালা তোমাদের মধ্যে থেকে দুজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি করবে। আর এ হাদী কাবায় পাঠাতে হবে। অথবা এ জনোয়তেরে কাফফরা স্বরূপ কয়েকজন মসিকীনকে খানা খাওয়াতে হবে। অথবা সেই পরিমাণে রোযা রাখতে হবে। যাতে করে সে ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের পরনিাম ভোগ করতে পারে। যা হয়ে গেছে আল্লাহ তা মাকফরে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি পুনরায় এ কান্ড করবে আল্লাহ তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নবিনে। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম।” [সূরা আল মায়দা, আয়াত: ৯৫]

ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেন: এটি ইহরাম অবস্থায় শিকার নিষিদ্ধের ঘোষণা ও সে অবস্থার নিষেধোজ্জ্ঞা। সমাপ্ত [তাফসিরে ইবনে কাছীর (২/৯৯)]

দুই:

হারামের সীমানার মধ্যে শিকার করা। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হাদিসগুলোর ভিত্তিতে হারামের সীমানা বলতে মক্কা ও মদিনা উদ্দেশ্য:



আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বজায়েরে দনি দাঁড়িয়ে বললেন: “নশ্চয় আল্লাহ যদেনি আসমানসমূহ ও জমনি সৃষ্টি করছেন সদেশিই মক্কাকে হারাম (পবিত্রস্থান) ঘোষণা করছেন। আল্লাহর ঘোষণার ভিত্তিতে এটি কয়ামত পর্যন্ত হারাম। আমার পূর্বে কারো জন্য মক্কাকে (যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে) বধৈ করা হয়নি। আমার পরেও কারো জন্য তা বধৈ নয়। আমার জন্য দিনে সামান্য কিছু সময় বধৈ করা হয়েছিল। এখানের শকারকে তাড়ানো যাবে না, কাঁটাগুলো ছড়ো যাবে না।”[সহি বুখারি (১২৮৪) ও সহি মুসলিম (১৩৫৩)]

হাদসিরে দাললিকি অংশ হচ্ছ- ‘এখানের শকারকে তাড়ানো যাবে না’ এটি সুস্পষ্ট ভাষ্য যে, মক্কাতে শকার তাড়ানো হারাম। শকার করাতো আরও জঘন্য হারাম। আর মদনিার ব্যাপারে সহি হাদসি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলতেন: যদি আমি মদনিত হরণি চরতে দেখি তবে আমি একে সন্ত্রস্ত করব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “মদনিার দুই লাভা ভূমির মাঝরে জায়গাটুকু হারাম (পবিত্রস্থান)।”[সহি বুখারি (১৭৭৪) ও সহি মুসলিম (১৩৭২)]

লাভা বলা হয় হাররাকে অর্থাৎ কালো পাথরকে। মদনীয় কালো পাথররে দুটি ভূমি আছে। একটি হল পূর্বপাশে, অন্যটি হল পশ্চিমপাশে।

পক্ষান্তরে, হারাম মাসগুলোর সাথে শকার নিষিদ্ধ হওয়ার কোন সম্পর্ক নাই। আল্লাহই ভাল জানেন।